পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীচরণে প্রণাম

রাম্বা **সাত্বত বার্তা** JP

যোগপ্রভা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

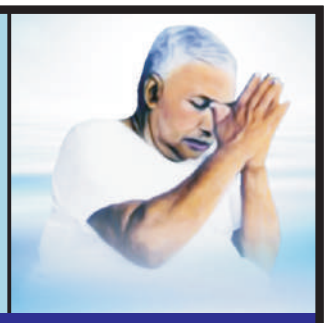

VOLUME 5 ISSUE 2 | JAN-FEB-MAR 2019 | Pages - 4 | SATWATA BARTA | KOLKATA

সম্পাদকীয়

তোমার দয়া থাকবে আমার
জীবন ধারাপাতে
বইবো তোমার রূপচন্দন
চোখের জলের সাথে।

তোমায় দেব পূজার ডালি
বেরোয় আমার সকল কালি
জীবন চর্যার ধৃতি
তৃপ্তি সকল রাতে।

জীবনের হোক পূর্ণ নতি
বোঝা যায় সবার মতি
তৃপ্তি করে দীপ্ত ভাবে
সবাই নন্দনাতে।

ধন্য যিনি, পূর্ণ যিনি
পরমপুরুষ কেবল তিনি
চলার পথে ব্যক্তি বিকাশ
জীবন ধারাপাতে।

ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী
সম্পাদক ● সাত্বত বার্তা

সত্যানুসরণ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

তোমার বন্ধু যদি অসৎও হয়, তা'কে ত্যাগ ক'রো না, বরং প্রয়োজন হ'লে তার সঙ্গ বন্ধ কর, কিন্তু অন্তরে শ্রদ্ধা রেখে বিপদে-আপদে কায়মনোবাক্যে সাহায্য কর; আর, অনুতপ্ত হ'লে আলিঙ্গন কর।

তোমার বন্ধু যদি কুপথে যায়, আর তুমি যদি তাকে ফিরাতে চেষ্টা না কর বা ত্যাগ কর, তার শাস্তি তোমাকেও ত্যাগ ক'রবে না।

বন্ধুর কুৎসা রটিও না বা কোনও প্রকারে অন্যের কাছে নিন্দা ক'রো না; কিন্তু তাই ব'লে তার নিকট তার কোন মন্দের প্রশ্রয় দিও না।

বন্ধুর নিকট উদ্ধত হ'য়ো না, কিন্তু প্রেমের সহিত আর পরের দুঃখে কাঁদ। অভিমানে তা'কে শাসন কর।

বন্ধুর নিকট কিছু প্রত্যাশা রেখো না, কিন্তু যা' পাও, 'মর' ব'ল না। প্রেমের সহিত গ্রহণ ক'রো। কিছু দিলে পাওয়ার আশা রেখো না, কিন্তু কিছু পেলে দেওয়ার চেষ্টা ক'রো।

* * *

যতদিন তোমার শরীর ও মনে ব্যথা লাগে, ততদিন তুমি একটি পিপীলিকারও ব্যথা নিরাকরণের দিকে চেষ্টা রেখো, আর তা' যদি না কর, তবে তোমার চাইতে হীন আর কে?

তোমার গালে চড় মারলে যদি ব'লতে পার, কে কাকে মারে, তবে অন্যের বেলায় বল, ভালই। খবরদার! নিজে যদি না ভাবতে পার, তবে অন্যের বেলায় ব'লতে যেও না।

যদি নিজের কষ্টের বেলায় সংসারী সাজো, অন্যের বেলায় ব্রহ্মজ্ঞানী সেজো না। বরং নিজের দুঃখের বেলায় ব্রহ্মজ্ঞানী সাজো আর অন্যের বেলায় সংসারী সাজো, এমন ভেলও ভাল।

যদি মানুষ হও তো নিজের দুঃখে হাস, নিজের মৃত্যু যদি অপছন্দ কর, তবে কখনও কাউকে

সীমার মাঝে অসীম তুমি

(শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারায় রচিত একাঙ্ক নাটক)

রচয়িতা ঃ **সাধন মণ্ডল**, আই. পি. এস (অবসরপ্রাপ্ত), সহ-প্রতিঋত্বিক

পূর্বে প্রকাশিতর পর

অবিনাশ ঃ সংসারের অভাবে থাকলে শপিং মল যে কোন কাজ করে রোজগার করতেই পারে, সংসারে যোগান দেবার জন্য - তবে ঠাকুরের ইচ্ছা মেয়েরা ঘরে বসেই অনেক শিল্প তুলে রোজগার করতে পারে। সন্তান প্রতিপালন তো মায়েদের পবিত্র কাজ। এ কাজ তো অন্য কেউ পারবে না। আমাদের আর্য্য ভারতবর্ষে ঋষিদের সুসন্তান আনবার জন্য কি গবেষণাই না ছিল। ছিল দশবিধ সংস্কার। 'উন্নয়ন আর সুপ্রজনন এই তো বিয়ের মূল / যেমনি তেমনি করে বিয়ে করিস নাকো ভুল।' মেয়েরা শিক্ষিত হবে না কেন, নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা তো ডিগ্রী নেওয়া নয়। ঘরে ঘরে বিদ্যাসাগর, নেতাজি, সুভাষ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ জন্ম দিতে হবে।

(বাজারের থলি হাতে অমলেন্দুর প্রবেশ)

অমলেন্দু ঃ মা, শোনো এদিকে — কি বাজার করবো বলে দাও।

মালতী ঃ হ্যাঁ গো - কি বাজার করবে অমল জিজ্ঞাসা করছে।

অবিনাশ ঃ বৌমার শরীর খারাপ বলছিলো — জ্বর না কি হয়েছে — পেঁপে - কাঁচকলার ঝোল করে দিও বৌমাকে - সহজ পাচ্য খাবার, তারপর দেখে শুনে আনাজ আনুক।

মালতী ঃ তোমার ঐ কাঁচকলা পেঁপে আর চলে না বাপু। ঐ দেখ, অমল কেমন মুখটা করে আছে - আর বাজারে কিছুই তেমন সবজি নেই। সেদিন একটা লাউ এনেছিল - দেখতে এমন সুন্দর বাইরে থেকে - ভেতরটা পচা। বলছে ইন্‌জেকশান দিয়ে লাউ বড় করছে নাকি - পটলে তো রং মাখিয়ে সবুজ করছে - সে রং তো বিষ। সব বড় বড়, কুমড়ো, বেগুন, শাকপাতা সব ঢাউস্ কোনো স্বাদ নেই। ঐ যে সবাই বলছে 'হাইব্রিড'।

অমল ঃ মা- তোমাদের সেই আগের যুগ দেখলে হবে না। এখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তির যুগ। সব হাইব্রিড-সবজি, ধান, চাল, গম, গরু, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ সব হাইব্রিড-মানুষও হাইব্রিড-হাইব্রিড আর ভেজাল, ভেজাল-মানুষ, হাইব্রিড-মানুষ হাইবইডই তো তৈরি করবে মা। এ ছাড়া আর পাবে কোথায়?

অবিনাশ ঃ জানিস্ অমল, ঠাকুর এই ভয়টাই করেছিলেন। মানুষ একদিন সভ্যতাকে না ধ্বংস করে ফেলে। কৃষ্টির অপলাপ ঘটে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে - যেমন নদীর পাড় ক্ষয় হতে হতে যেমন ভেসে যায় তেমনি করেই। ঠাকুর বলতেন শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই বর্ণাশ্রম দেখলেই হবে না। বর্ণ বা Group সব কিছুরই দেখে প্রজনন বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে। সে গাছপালা, পশু, পাখী, জীব জন্তু সবারই।

অমল ঃ বাবা, আমি এক বন্ধুর কাছে গল্প শুনেছিলাম - না গল্প নয় সত্যি সত্যিই ঘটনা - বাঁধাকপি আর মুলোর মধ্যে Cross করেছিল এক কৃষি বিজ্ঞানী - উদ্যেশ্য একই গাছে মাটিতে হবে মুলো আর ওপরে হবে বাঁধাকপি - তাহলে

এরপর দু'য়ের পাতায়

সীমার মাঝে অসীম তুমি

প্রথম পাতার পর

মানুষ একটা চাষ করে দুটো ফসল পাবে - খুব লাভজনক হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হলো কি? মাটিতে হলো বাঁধাকপির মূল আর উপরে মূলোর পাতা ঠিক উল্টো।(সবাই হাসতে লাগল)

আর একটা গল্প শুনেছিলাম - বার্ণাড শ' তো প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক জ্ঞানী ব্যক্তি, প্রখর বুদ্ধিমান - তাকে হলিউডের এক সুন্দরী অভিনেত্রী প্রস্তাব দেয় - 'বার্ণাড আপনি বুদ্ধিমান আর আমি দেখতে সুন্দর - আপনি যদি আমাকে বিয়ে করেন তাহলে আমাদের যে সন্তান হবে - সে সুন্দরও হবে আর বুদ্ধিমানও হবে।' বার্ণাড হেসে বলেছিলেন 'আর যদি উল্টো হয়, তোমার মত মাথামোটা, আমার মতো কুৎসিৎ হয় তাহলে কি হবে ভাবো একবার।'

(সবাই হাসতে লাগল)

(দরজার বাইরে থেকে রতন আর নিখিল ডাক দিল 'দাদা ভেতরে আসতে পারি।' এরা দু'জন গুরু ভাই - বয়স কম)

অবিনাশ ঃ আরে রতন - নিখিল এসো এসো, এই সাত সকালে কি ব্যাপার? (রতন ও নিখিল হাঁটু মুড়ে অবিনাশ ও মালতীকে প্রণাম করলো - জয়গুরু দিল)

রতন ঃ খুব ভালো খবর আছে দাদা তাই সকালবেলা চলে এলাম।

অমল ঃ মা, তোমরা গল্প কর, আমি বাজারটা করে নিয়ে আসি।

মালতী ঃ হ্যাঁ যা না - যা ভাল বুঝিস দেখে শুনে নিয়ে আসিস্।

অমল ঃ (মা'র কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে) পনির আর ক্যাপ্সিকাম্ নিয়ে আসব? টম্যাটো সস্ দিয়ে বানাবে - তুমি খুব ভাল বানাও মা। তোমার নাতনী পিঙ্কিও ভালবাসে।

মালতী ঃ (হেসে) যা না - তাই আনিস্।

অবিনাশ ঃ মা ব্যাটা মিলে পরামর্শ হচ্ছে! ভালো, কিন্তু জেনে রেখো ঐ পনিরও ভেজাল। পচা পনির বাজারে বিকোচ্ছে - টি. ভি. -তে দিনরাত বিকোচ্ছে - দেখিস্ না?

মালতী ঃ 'ভাগাড়' কাণ্ডের পর এবার পনির নিয়ে পড়েছে মিডিয়াগুলো। মানুষ খাবে কি? এর আগে বেরোলো প্লাস্টিকের ডিম, প্লাস্টিকের চাল - কিছুই প্রমাণ হলো না। যেমন চলবার সবই চলছে। এত যে ভাগাড় কান্ড হলো - মানুষ কি মাংস খাওয়া বন্ধ করেছে? মুরগীর মাংস, মাছ - আপেল ফল - মুল কত কি নিয়ে কত খবর! মানুষ কি পচে গেছে একেবারে? ওসব টি.ভি.র খবর। দু'একটা যে না হতে পারে তা বলছি না। বদ্মাস্ লোক দু'চারটে সব কালেই থাকে।

রতন ঃ না - বৌদিমা, সেদিন একটা মাংসের দোকানের কসাইকে ধরে বাজারে যে কি মার দিল। বলছিল - রোগে মরে যাওয়া মরা ছাগল কেটে বিক্রি করছে। শেষে পুলিশ এসে বাঁচাল নাহলে লোকটা মরেই যেত। এসব গুজব কি না কে জানে? তবে কসাইরা যে এত মেটে বিক্রি করে - এ নির্ঘাত গরুর মেটে। এত মেটে কি ছাগলের হয়? ছাগল এইটুকু জীব।

নিখিল ঃ আর এত আয়ুর্বেদিক ওষুধ? পাতঞ্জলি! দেশে এত গাছ গাছড়া লতাপাতা কোথায় যে আয়ুর্বেদিক ওষুধ কোটি কোটি মানুষকে খাওয়াবে?

মালতী ঃ তোমরা এত অবিশ্বাসী কেন? রোগ না সারলে মানুষ কিনবে না। বিজ্ঞাপন দিয়ে আর কতদিন চালাবে? একটু থেমে) না যাই, পুজোটা সেরে ফেলি গিয়ে। তোমরা কি চা খাবে? বৌমার আবার জ্বর.....

নিখিল ঃ না-না-বৌদি-মা, আপনাদের দরজার সামনের বাচ্চুর চায়ের দোকানে চা খেয়েই আমরা এলাম।

(মালতীর প্রস্থান)

অবিনাশ ঃ তা বল রতন, সাত সকালে কি ভাল খবর? আজকাল তো কোন ভাল খবর পাওয়াই দুর্লভ।

রতন ঃ নিখিল তুই বল্। তোরই তো কীর্ত্তি। নিজের মুখেই বল।

নিখিল ঃ না-না রতনদা তুমিই বল।

রতন ঃ দাদা, নিখিল উপযোজনা কেন্দ্র খোলার জন্য পাঁচজন গুরুভাইকে রাজি করিয়েছে। দুটি বাজারের দোকানদার আর তিনজন তিনটি আলাদা - ওয়ার্ডের।

অবিনাশ ঃ বাঃ বাঃ বেশ ভাল - কাজের কাজ করেছ - তা লোকগুলো কেমন? নিজেরা ইষ্টভৃতি করে তো? না-কি বাতেল্লাবাজ, বক্তিয়ার খিল্জী। নিজে করে না - অপরকে শেখায়। দাদা, বাবাইদাকে তারা চেনে? দেওঘরে যায় তো?

নিখিল ঃ সবটা জানি না - তবে ঘড়ির দোকানের পিন্টুটা ইষ্টভৃতি করে - ২/৩ মাস অন্তর জমা দেয়।

অবিনাশ ঃ তা হলে তো হবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন প্রতিমাসে ইষ্ঠস্থানে পাঠাতে। প্রতি মাসে মানে ৩০ দিনের দিন পাঠাতে হবে। এই পাঠানোটা ঠিক হচ্ছে না বলেই তো দাদা বাবাইদা উপযোজনা কেন্দ্র খোলার আশীর্ব্বাদ করলেন। যাতে মানুষগুলো দীক্ষা নিয়ে ক্রমাগতঃ ঠাকুরমুখী হয়ে ওঠে। দীক্ষা নিলাম অথচ ইষ্টভৃতি করলাম না। সময়ে সব পাঠালাম না - নাম ধ্যান করা ভুলে গেলাম - যেমন চলছিলাম দীক্ষার পরও তেমনি চলতে লাগলাম তাহলে তো হবে না। (দীর্ঘশ্বাস ও বিরতি)

এর পর পরবর্তী সংখ্যায়

স্বস্তি বর্ণ পরিচয়

যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী

প্রতিঋত্বিক

অ	-	অমর হয়ে থাকবো মোরা
আ	-	আমার জীবন জগৎ জোড়া।
ই	-	ইচ্ছামৃত্যু আমার হাতে
ঈ	-	ঈশ্বরেরই থাকব সাথে।
উ	-	উত্তরেতে হিমালয়
ঊ	-	ঊষায় সবে নাম লয়।
ঋ	-	ঋষি জানেন ভগবানে
ঌ	-	কল্পনা নয় সত্যি মানে।
এ	-	একাল ওকাল দুটী কাল
ঐ	-	ঐক্য রেখে চললে লাল।
ও	-	ওজন রেখে কথা বল
ঔ	-	ঔৎসুক্যটি নিয়ে চল।

ক্যুইজ্ অন্ শ্রীশ্রীঠাকুর

প্রঃ- শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান কোথায়?

উঃ- বাংলাদেশের পাবনা জেলার হিমায়েতপুর গ্রাম।

প্রঃ- শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম সাল কি?

উঃ- ১২৯৫ সালের ৩০ ভাদ্র- ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮, শুক্লা তালনবমী তিথি, শুক্রবার।

প্রঃ- শ্রীশ্রীবড়মা কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উঃ- ১৪ শ্রাবণ ১৩০১ - কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি।

প্রঃ- শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতামাতার নাম কি?

উঃ- শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মনোমোহিনী দেবী।

প্রঃ- শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জন্মস্থান কোথায়?

উঃ- পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমোহর পোস্টাপিসের অধীন ওয়াখাড়া গ্রাম।

প্রঃ- শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতামহীর (কর্তামা) নাম কী?

উঃ- কৃষ্ণসুন্দরী দেবী।

প্রঃ- মনোমোহিনী দেবীর মাতামহীর নাম কি?

উঃ- কৃপাময়ী দেবী।

প্রঃ- শ্রীশ্রীঠাকুরের বাবার পিতা মাতার নাম কি?

উঃ- ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী, মৃন্ময়ী দেবী।

প্রঃ- শ্রীশ্রীবড়মার জন্মস্থান কোথায়?

উঃ- পাবনা জেলার ধোপাদহ গ্রামে।

প্রঃ- বাংলার কোন সালে মনোমোহিনী দেবীর বিবাহ হয়?

উঃ- ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৮৬-২৮ নভেম্বর ১৮৭৯ মাত্র ৯ বছর বয়সে।

প্রঃ- মাতা মনোমোহিনী দেবীর একমাত্র ভাইয়ের নাম কি?

উঃ- যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (লোহা)।

প্রঃ- শ্রীশ্রীঠাকুরের বিয়ে কোন সালে হয়?

উঃ- ২৮ শ্রাবণ ১৩১৩, সোমবার।

প্রঃ- মাতা মনোমোহিনী দেবীকে কে রামপ্রসাদের মা বলে ডাকতেন?

উঃ- গোপাল ব্রহ্মচারী।

প্রাণের অর্ঘ্য

শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রতিঋত্বিক

অবিভক্ত বাংলা ১৩৪৭-এর মাঘ মাসের এক তুহিন সকালের কাহিনী। এ কাহিনী পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য লীলা-নিকেতন পাবনা হিমাইতপুরের কাহিনী। মাঘের সকাল কনকনে শীত। বাতাসে-বাতাসে কাঁপুনি লাগছে সবকিছুতে যেন। ঘন কুয়াশা পাতলা হয়েছে। সবুজ সোনালী গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে-দিয়ে আঁজলা রোদ পড়েছে ঘরের উপর, বারান্দায় উঠানে, এখানে ওখানে। রোদ পড়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের জননীদেবীর কটেজের পশ্চিম দিকের পদ্মার বাঁধানো পাড়ে চারচালা পূর্বমুখী ঘরের বারান্দায়।

বারান্দায় কাপড়ের খোঁট গায় দিয়ে মোড়ের উপর বসে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। পাশে বসে আছেন ডাক্তার হরিপদদা, কালিদাসীমা, আমি বসে আছি কালিদাসীমার পাশে। বারান্দায় উঠনে আরো অনেক দাদা ও মায়েদের ভীড়। বহিরাগত কয়েকজন দাদা উঠনে দাঁড়িয়ে তাদের বহু সমস্যার সমাধান জেনে নিচ্ছিলেন। কালিদাসীমা মাঝে মাঝে সুপুরী ও তামাক দিচ্ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

এমনি দিনের একটি কাহিনী। তামাক খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এমন সময় জনৈক ঋত্বিকদাদা নতুন দীক্ষিত একটি ভাইকে নিয়ে এসে প্রণাম করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে, প্রণাম করল সেই ভাইটিও। কত আর বয়স হবে বার না হয় তেরো, চোখদুটি জলে ছল-ছল করছিলো। ঋত্বিক দাদাটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন - 'সব বলে দিলাম কিন্তু দীক্ষা নিতে বসে দক্ষিণা আর ইষ্টপ্রণামীর সময় কতকগুলি শাকআলু বের করে দিল। সেই অবস্থায় উঠতে না পেরে বাধ্য হয়ে ঐ আলু ভাগ করেই ইষ্টপ্রণামী রেখে বাকী আলু দিয়ে দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিয়েছি।' ভাইটি ঋত্বিক দাদাটির কথা শেষ হতেই কোঁচড়ের আলুগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে রাখতে গেল। এমন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের গায়ে জড়ানো কাপড় খুলে পেতে ধরলেন ভাইটির সামনে। ভাইটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন — 'দে ঢেলেদে।' ভাইটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাপড়ে আলু ক'টি ঢেলে দিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর চটিজুতো পায় বারান্দা থেকে নেমে সোজা চলে গেলেন শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে। ভাইটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কেঁদে উঠলো কি এক দিব্য আনন্দের মধুস্পর্শে উপস্থিত সবাই। আমিও দু'চোখভরা জল নিয়ে চেয়ে রইলাম সেই ভাইটির দিকে। সেই নাম ভুলে যাওয়া বিদুর ভাইটির চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে

দেখছিলাম তাকে, ভাবছিলাম - কত ভাগ্যবান সে। আলু-শাকআলু তাই পরমদয়াল ভক্তের হাত থেকে কাপড় পেতে গ্রহণ করলেন। কোন মনে কোন মন্ত্রে এই অর্ঘ্য নিবেদন তা জানিনা - জানিনা কোন জন্মের কি পুণ্যফলে এই দয়ার অধিকারী হয়েছে ভাইটি। হঠাৎ কালিদাসীমা ডাকলেন - 'শৈলেন! ঠাকুর আসছেন।'

খেয়াল হতেই উঠে দাঁড়ালাম। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে আবার মোড়ায় বসলেন। কালিদাসীমা তামাক দিলেন। তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর সেই ভাইটিকে দেখিয়ে বললেন - 'ও বরিশাল থেকে আমার কাছে এসেছে পায়ে হেঁটে। পয়সা-কড়ি ছিল না, তাই খুব কষ্ট করে হেঁটেই চলে এসেছে।'

ভাইটি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে। আমরা উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছি পরমদয়ালের মুখের দিকে। বরিশাল থেকে ছুটে এসেছে পরমদয়ালের মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করার জন্য। পথের কষ্ট, না-খাওয়ার কষ্ট, কোন কষ্টই তাকে দমাতে পারেনি।

যেদিন আশ্রমে এসেছে সেদিন হাতে ছিলো চোদ্দটি পয়সা। সেই চোদ্দ পয়সার শাকআলু কিনে পরম নিশ্চিন্তে দীক্ষা নিতে বসেছিল, প্রণামী দক্ষিণা এরই মধ্যে। ঋত্বিকদাদাও জানতেন না, ভাইটিও জানত না। কেমন করে কখন সেই চোদ্দ পয়সার শাকআলু প্রাণঢালা আত্মনিবেদনে হয়ে উঠেছিল কাশ্মীরী আপেল।

সেই ১৩৪৭ সনের মাঘের এক শীতের সকালের কাহিনী আজও জ্বল-জ্বল করছে চোখের সামনে। মনপ্রাণ ভরে উঠছে আনন্দে। সে আনন্দ তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ যে 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার।'

সেদিন আমরা যারা প্রত্যক্ষ করছিলাম এই অনির্বচনীয় স্বর্গীয় দৃশ্য সেই আমরা কেউ সেই আনন্দের কথা প্রকাশ করতে পারিনি। আমাদের চোখে-চোখে জল ঝরছে, আমাদের বুকে-বুকে প্রাণ ঝরছে। সর্বসত্তা উপচে পড়া সে আনন্দের বন্যায় আমরা তলিয়ে যাইনি ভেসে যাইনি। আমরা ঢেউয়ে-ঢেউয়ে এসে ঠেকেছিলাম পরমদয়ালের চরণপ্রান্তে।

সবার সাথেই হাত জোড় করে দেখছিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে, দেখছিলাম আর দেখছিলাম। সে কী রূপ! সে কি হাসি! সারা অঙ্গছাওয়া হাসি। সে হাসিতে ঝলমল করছিল সব প্রাণ, সব মন-যা কিছু সব।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলা নিরামিষ রান্না

সংগ্রহীতা - বড় গিন্নি

শ্রীশ্রীঠাকুর নিয়মিত খেতে যেমন বলেছেন, তেমনি যাতে এই খাবার সবার কাছে উপাদেয় হয় তার ব্যবস্থা করে গেছেন। বিভিন্ন রকমের রান্নার প্রণালী দিয়ে সবাইকে আনন্দ দিয়েছেন। শোনা যায় শ্রীশ্রীঠাকুর আড়াইশ রকমের রান্নার পদ্ধতি দিয়েছেন।

মানকচুর ধোঁকা

উপকরণ ঃ ছোলার ডাল ৩০০ গ্রাম, মানকচু ১০০ গ্রাম, আদা বাটা, গরম মশলা বাটা, হিং, নুন, হলুদ, ঘি অল্প, শুকনো লঙ্কা বাটা, জিরে বাটা ও তেল ৩০০ গ্রাম।

প্রথমেই মানকচুর সম্মুখভাগটা ভাল করে খোসা ছাড়িয়ে প্রেসার কুকারে নইলে কড়াইতে জল বসিয়ে ভাল করে সেদ্ধ করুন। মানকচুর গোড়ার দিকটা বাদ দিতে পারলেই ভাল, কেননা গোড়ার দিকটা গলায় লাগতে পারে। সম্মুখভাগটাই ধোঁকার পক্ষে ভাল। গত কাল রাত্রে ছোলা নিশ্চয়ই ভিজিয়ে রেখেছেন, এখন সেটা মিহি করে বেটে ফেলুন। এখন সেদ্ধ করা মানকচু ঐ ডালের সঙ্গে মিশিয়ে চটকিয়ে ফেলুন। ঠিক ময়দা মাখার মত হবে। ওর মধ্যে আদা বাটা পরিমাণমত, জিরে বাটা, হিং-এর জল, বাটা গরম মশলা, নুন, হলুদ ও শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ও একটু চিনি মিশিয়ে বেশ করে জিরে ফোড়ন দিয়ে উনানে কষে নিন। তারপর কষা বস্তুটি তেল মাখা পাত্রে ঢালুন। একটু শক্ত হতে দিন, তারপর খণ্ড খণ্ড করে তেলে ভাজুন লাল করে। কড়াইতে তেল বা ঘি দিন সামান্য। তেল গরম হলে বাটা মশলাগুলো ছেড়ে দিন। পরিমাণমত তো জল দিতেই হবে। কিছুক্ষণ বাদে ভাজা ধোঁকা ছেড়ে দিন একে একে। জল শুকিয়ে গেলেই নামাবার পূর্বে একটু ঘি ঢেলে দিন। জল আন্দাজমত দিবেন যেন ধোঁকা জলটা একেবারে টেনে না নেয়।

ঢাকুরিয়া সৎসঙ্গ কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ ১৩১তম জন্মমহোৎসব

গত ৯ ডিসেম্বর রবিবার দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন তনুপুকুর মাঠে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ ১৩১তম জন্মমহোৎসব সারাদিনব্যাপী সাড়ম্বরে পালিত হয় সকাল থেকেই নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এলাকার সৎসঙ্গী দাদা এবং মায়েদের মধ্যে বিপুল উন্মাদনা লক্ষ্য করার মতন। ছাত্র-যুব সম্মেলন, মাতৃ সম্মেলন, সাধারণ সভা এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের গান সবকিছু নিয়ে উৎসব বেশ উপভোগ্য হয়েছে। সোমা সরকারের গান দিয়ে ছাত্র-যুব সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দেবাশীষ সরকার, ঋত্বিকা বসু, বাপি পাল, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পরমা ব্যানার্জী, সোনালী পাল, বাপ্পা গুহ ও অঙ্কনা গুপ্ত। ছাত্র-যুব সম্মেলন পরিচালনা করেন দেবাশীষ সরকার।

দুপুর ১টা থেকে মাতৃ সম্মেলন শুরু হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বুলা চৌধুরী। মায়েদের প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন ডলি মিত্র, বুলা চৌধুরী, অনিন্দিতা ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপিকা শিখা সাহা ও রীণা রায়। সোমা সরকারের গান দিয়ে মাতৃসম্মেলন শেষ হয়।

সাধারণ সভা শুরু হয় সঞ্জয় বসুর গান দিয়ে। এ ছাড়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাকলি পাল, সুশীল মালাকার, সুপ্রিয়া সরকার, সুব্রত মান্না, কমল গুহ, বুলা চৌধুরী, সোমা সরকার ও সহপ্রতিঋত্বিক অখিল মণ্ডল। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণী ও তদ্‌রূপায়নে আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীদাদা প্রসঙ্গে সভায় বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রনাথ দাস, বৃতিসুন্দর ভট্টাচার্য্য, সহপ্রতিঋত্বিক অখিল মণ্ডল, সহপ্রতিঋত্বিক ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী ও কবি-সহপ্রতিঋত্বিক সুবো আচার্য্য। সাধারণ সভা পরিচালনা করেন সহপ্রতিঋত্বিক ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী।

সভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শ্রোতারা উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমল গুহ, সোমা সরকার, তনুজা চৌধুরী, সৌমী চক্রবর্তী, পল্লব মণ্ডল, দেবব্রত দাস। নৃত্যে সুকন্যা দে ও সুলগ্না দাস-এর পরিবেশনায় অভিনবত্ব আছে। কসবা সারদা কালচারাল অ্যাকাডেমীর শিল্পীদের কোরিওগ্রাফি উপভোগ্য হয়। পরিচালনায় ছিলেন সায়নী পাল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বৃতিসুন্দর ভট্টাচার্য্য।

সুরনন্দন ভারতীর কার্য্যালয়ে সৎসঙ্গ

গত ২ নভেম্বর গাঙ্গুলী বাগান-এ সুরনন্দন ভারতীর কার্যালয়ে প্রভারাণী চক্রবর্তী স্মরণে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নাম সংকীর্তন ও সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। বিনতি প্রার্থনা পরিচালনা করেন দীনেশ কাঞ্জিলাল। সত্যানুসরণ পাঠ করেন সুরনন্দন ভারতীর ডেপুটি সেক্রেটারি দেবাশীষ সরকার। ঢাকুরিয়া সৎসঙ্গ কেন্দ্রের রত্না রায় নারীর নীতি পাঠ করেন।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণা দাস, জাহ্নবী ধর, রত্না রায়, আরতি বসু, সুপ্রিয়া সরকার, চৈতালী খান, গোপাল রায় চৌধুরী, দীনেশ কাঞ্জিলাল, বৃতিসুন্দর ভট্টাচার্য্য ও অর্পণ বেরা। কীর্তন পরিবেশন করেন স্বপন মিত্র ও সহপ্রতিঋত্বিক অখিল মণ্ডল। খোল-এ ছিলেন রবীন মুখার্জী, তাপস সরকার ও অজয় ঢালি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনা করেন সৎসঙ্গের সহ-সম্পাদক, সহপ্রতিঋত্বিক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত আই. জি. সাধন মণ্ডল, সহপ্রতিঋত্বিক ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী ও ঢাকুরিয়া সৎসঙ্গ কেন্দ্রের বাদল দাস। সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন সহপ্রতিঋত্বিক ঋতীশ রঞ্জন চক্রবর্তী।

Surnandan Bharati
ISO : 9001-2015
Music, Dance, Yoga, Painting, Recitation, Drama, Crafts, Carnatic Music, Western Music and Dance Examination Board and Research Institute

আসামের যে কোন ব্যক্তি
রা পত্রিকা (রেজিস্টার্ড সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বাংলা পত্রিকা),
Surnandan (Registered Coloured English Journal on Art & Culture) ও
সাত্বত বার্তা (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দিব্যজীবন ও বাণী ঘিরে রঙিন পত্রিকা)-র
জন্য যোগাযোগ করুন
নির্মল পাল, রায়বাহাদুর লেন, হোজাই - 782435, মো-+91 9707067615

Satwata Barta : Published, Printed, Owned by **Ritish Ranjan Chakraborty** from D 24/2, Rabindrapally, Kolkata - 700 086
Place of Publication with Address - **Jogoprova Prakashani**, D 24/2, Rabindrapally, Kolkata - 700 086
+91 33 24624151 +91 33 2462 9701 +91 8981004151 ritishchakravarty@yahoo.com www.ritishchakravarty.com
Editorial Board Member - **Kamal Chakraborti** (Chairman) **Er. Barenya Sen** (Vice-Chairman) **Ritish Ranjan Chakraborty** (Editor)
Members - **Akhil Mondal** (Bally, Howrah) **Amit Chakraborty** (Alipurduar) **Sudipa Chakravarty** (Rewa, Madhya Pradesh)
Kritidipta Biswas (Satsang, Deoghar) **Prof. Nirmalya Sekhar Singha Choudhury** (Lumding, Assam)
Debanjan Mukherjee (Silchar, Assam) **Istaranjan Deb** (Agartala, Tripura) Computer - **Pritam Kundu**
Price Rs. 7/-